যায়যায়দিন

13 JAN 2009

চবিতে সংঘর্ষের আশঙ্কায় হল ছাড়ছে শিক্ষার্থীরা

যাযাদি ডেস্ক

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগ-শিবিরের সংঘর্ষের আশঙ্কায় হল ছেড়ে যাচ্ছে সাধারণ শিক্ষার্থীরা। ফাঁকা হয়ে পড়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছয়টি হল। আর এতে চাপ পড়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের আশপাশের এলাকার মেসগুলোতে। ছাত্রদের অনেকেই পড়াশোনা বাদ দিয়ে হন্যে হয়ে খুঁজছে নিরাপদ আশ্রয়। জাতীয় নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোট জয়লাভের পর গত বৃহস্পতিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের ছয়টি আবাসিক হলে এ চিত্র দেখা গেছে। বিডিনিউজ

শাহজালাল হলের ২১৫ নাম্বার কক্ষে বৈধভাবেই থাকতো ব্যবস্থাপনা বিভাগের মুস্তাফিজুর রহমান। তবে বৃহস্পতিবার সে হল ছেড়ে চলে যায়। তার বন্ধু একই বিভাগের সাইফুল ইসলাম বিডিনিউজকে জানায়, সম্ভাব্য সংঘর্ষের আশঙ্কায় মুস্তাফিজ হল ছেড়ে চলে গেছে। এর একদিন আগে শাহ আমানত হলের ১০৮ নাম্বার কক্ষ ছেড়েছে উদ্ভিদবিজ্ঞানের আবদুর রশিদ।

গত বৃহস্পতিবার এফ রহমান হলের ৩১৩ নাম্বার কক্ষের রেজোয়ান আহমেদ তার বইপত্র ও অন্যান্য আসবাব শহরে তার এক আত্মীয়ের বাসায় রেখে আসে দ্রুত সটকে পড়ার সুবিধার্থে। কর্তৃপক্ষ প্রভোস্টদের নিয়মিত হল পরিদর্শন এবং বৈধ ছাত্রদের হলে উঠতে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত দিয়েছে। গত বুধবার উপাচার্য অধ্যাপক ড. এম বদিউল আলমের সভাপতিত্বে এক সভায় প্রভোস্টদের নিয়মিত হল পরিদর্শন ও বৈধ ছাত্রদের হলে ওঠানোর ব্যবস্থা করতে নির্দেশ দেয়া হয়।

এদিকে সংঘর্ষের আশঙ্কায় হল ছেড়ে যাওয়া শিক্ষার্থীরা পড়েছে আবাসন সমস্যায়। এসব শিক্ষার্থীর এখন সময় কাটছে শহরে বা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার আশপাশে মেস খুঁজে।

শহীদ সোহরাওয়ার্দী হলের ২১৫ নাম্বার পৃ ১৫ » ক ৪

চবিতে সংঘর্ষের আশঙ্কায় হল

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

কক্ষের বাংলা বিভাগের, আবাসিক ছাত্র আবদুল লতিফ এবং একই হলের ২৩৪ নাম্বার কক্ষের ইফতেখার হোসাইন নির্বাচনের পরদিন থেকেই মেস খুঁজছে বলে জানায়। তাদের অভিমত, কখন কী হয় বলা যায় না। আগেভাগেই হল ছাড়া ভালো।

এ বিষয়ে প্রক্টর অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জসীমউদ্দিন জানিয়েছেন, শিক্ষার্থীরা হল ছেড়ে চলে যাচ্ছে। তাদের মধ্যে হয়তো কোনো আতঙ্ক কাজ করছে। তবে পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে আমরা ছাত্র সংগঠনগুলোর সঙ্গে আলোচনা করেছি।

শহীদ আবদুর রব হলের প্রভোস্ট অধ্যাপক মো. আবদুল করিম বলেন, গত বৃহস্পতিবার হল পরিদর্শন করে দেখেছি, অনেক শিক্ষার্থীই হল ছেড়ে চলে গেছে। তিনি বলেন, বুধবার উপাচার্য কার্যালয়ে প্রভোস্ট ও প্রক্টরদের নিয়ে সভায় তার ঘন ঘন হল পরিদর্শন করতে বলা হয়েছে। কোনো বৈধ ছাত্র যদি হলে উঠতে চায় তাহলে তার ব্যবস্থা করতে এবং পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে সতর্ক থাকার পরামর্শ দেয়া হয়েছে।

দৃশ্যত ক্যাম্পাসের বর্তমান পরিস্থিতিতে সাধারণ ছাত্রদের শঙ্কিত হওয়ার যৌক্তিক কারণ আছে। প্রায় সাত বছর পর বৃহস্পতিবার সকালে ছাত্রলীগ প্রথমবারের মতো আবাসিক হলগুলোর সামনের সড়কে মিছিল করেছে। চবি ক্যাম্পাসে বেশ কয়েক বছর ধরেই জামায়াতের ছাত্র সংগঠন শিবিরের আধিপত্য চলছে।

চবি ছাত্রলীগ সহসভাপতি মো. আনিসুজ্জামান ইমন জানিয়েছেন, সংঘাতের পথে নয়, আমরা বৈধভাবেই হলে উঠতে চাই। পাশাপাশি হলগুলোতে আসন বণ্টনের পুনর্মূল্যায়ন চাই।

বিশ্ববিদ্যালয় শিবিরের সাংগঠনিক সম্পাদক জাকির হোসেন তার সংগঠনের 'একচ্ছত্র আধিপত্য' বহাল রাখার প্রত্যয় ব্যক্ত করে বলেন, কোনো সংগঠন বাধা হয়ে দাঁড়ালে আমরা তাদের যে কোনো মূল্যে প্রতিহত করবো। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আবদুর রব, শাহ আমানত, শহীদ সোহরাওয়ার্দী, এফ রহমান, আলাওল ও শাহজালালসহ ছয়টি ছাত্র হল ও ক্যাম্পাস সংলগ্ন অর্ধশতাধিক কটেজে বর্তমানে ছাত্রশিবিরের আধিপত্য রয়েছে।